সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ আষাঢ়-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৪

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৫ উদযাপন

'দিন বদলের বাংলাদেশ, ফল বৃক্ষে ভরবো দেশ' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ জুন ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ১৫-১৭ জুন তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এবং অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি, মাননীয় সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি

খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগই বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে

– মো. মোশারফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব

– স্বপন কুমার সাহা, এআইসিও,আইএআইএস প্রকল্প, ময়মনসিংহ

সরকারের সার্বিক সহযোগিতা এবং দেশের কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ, দানাদার ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সচেতন হতে হবে। গত ১৩ জুন

(২য় পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

পাবনার কৃষি বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

– এটিএম ফজলুল করিম, সহকারী তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, পাবনা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ ১২ ও ১৩ জুন কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বিভাগ সমূহের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্তে ২ দিনের এক সরকারি সফরে রাজশাহী ও পাবনা আগমন করেন।

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

স্বাস্থ্যসম্মত আম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

৩০ মে ২০১৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা ও এসিআই এগ্রিবিজনেসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি), রমনা, ঢাকায় স্বাস্থ্যসম্মত আম সংরক্ষণ ও বাজারজাত-করণ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার মাহতাব উদ্দিন, সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি।

প্রধান অতিথি মতিয়া চৌধুরী বলেন, আম পরাগায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের উদ্ভব হয়। একমাত্র কলমের গাছেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৫০-৬০ বছরের পুরনো

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

'সাস্থ্যসম্মত আম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

রাজশাহীতে কৃষি সচিব মহোদয়ের মাঠ পরিদর্শন

– মো. আবদুল্লাহ-হিল-কাফি,আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১২ জুন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ রাজশাহী জেলার ফল গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ফল গবেষণা, ধান গবেষণা, গম গবেষণা, ইক্ষু গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি কৃষি বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণবিদদের আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন, যাতে খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখা যায়। সচিব মহোদয়ের পরিদর্শনকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহা. হযরত

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ রাজশাহীর ফল গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

খুলনার বটিয়াঘাটায় এফএফএসের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

– মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর বটিয়াঘাটার উদ্যোগে গত ২০ মে উপজেলাধীন কায়েমখোলায় ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের (ডিএই অঙ্গ) আওতায় এফএফএসের এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ভুপেশ কুমার মণ্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে এ মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএই খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল লতিফ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রুবায়েত আরা। বোরো ধান চাষে বীজতলা থেকে শুরু করে বীজ উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের ওপর কৃষক মাঠ স্কুলের ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী এ মাঠ স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া ধান ও সবজি চাষে কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা এড়িয়ে ধান ও সবজি আবাদের বিভিন্ন কলাকৌশলসহ বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষের নানা পদ্ধতির ওপর কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ শামিম আরা নিপা। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কায়েমখোলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শেখ সিদ্দিকুর রহমান। উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারাসহ ২৫০ জন কৃষক-কৃষাণী এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে কৃষক মাঠ স্কুলের ৫০ জন সদস্যের মাঝে ১টি করে আম্রপালি আমের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়া কৃষক মাঠ স্কুলে ভালো ফলের জন্য ৫ জন কৃষককৃষাণীর মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

রাজশাহীর দুর্গাপুরে কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

– মো. এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

গত ২৪ মে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সার্বিক সহযোগিতায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার কৃষক মাঠ স্কুলের মাঠ দিবস নারায়ণপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। আদর্শ চাষি আলহাজ মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ডানিডার রিজিওনাল টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর কৃষিবিদ ড. মো. শাহ কামাল খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মকর্তা মো. শাহজাহান আলী, ডানিডা এক্সপার্ট মিকচন চাকমা ও ইউপি মেম্বার হরিপদ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষক মাঠ স্কুলটি ২৫ জন পরিবারের মোট ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকরা ৫০ জন কৃষক-কৃষাণীকে মাছ চাষ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, ধান উৎপাদনের বিভিন্ন কলাকৌশল ও বালাইব্যবস্থাপনা হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভা

– তুষার কুমার সাহা, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

গত ২০ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি উপপরিচালকের অফিস কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে এক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় গত মাসের সভার সিদ্ধান্তগুলো পাঠ করে শোনান ত্রুটিপূর্ণ শব্দের বানান সংশোধনপূর্বক তা দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচনা পর্বে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, বাজারে ১ জুনের আগে কোন আম বিক্রেতা আম বিক্রয় করতে পারবেন না। তিনি জানান, এ সময়ে যেসব আম বিক্রেতা কার্বাইডযুক্ত আম বিক্রয় করবে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। এছাড়া তিনি জানান, ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে যেন আম না পাকানো হয় তার জন্য ডিএই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা-উপজেলায় ৩ হাজার লিফলেট বিতরণ ও ৩০টি বড় ধরনের সতর্কীকরণ ব্যানার রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে।

বিএডিসির সিনিয়র সহকারী পরিচালক কৃষিবিদ শামীম আহমেদ জানান, বর্তমানে তাদের বিক্রয় কেন্দ্রে পাটের বীজ বিক্রয় শেষ হয়েছে। বিনার কর্মকর্তা জানান, বোরোর স্বল্প মেয়াদি জাত বিনা-১৪ এর একটি প্রদর্শনী প্লট কৃষকের জমিতে স্থাপন করা হয়েছে। এ জাতের ধানের কার্যকাল ১২০-১২৫ দিন এবং ফলন ৭ টন/হেক্টর। আগামী মৌসুমে কৃষকদের মাঝে বীজ সরবরাহ করা হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি জানান, জেলার ৫টি উপজেলার জন্য কৃষিকথার লক্ষ্যমাত্রা ১২৫০ কপি নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত ৭৩৩ জন গ্রাহক উপজেলা থেকে পাওয়া গেছে। আইএফএম প্রকল্পের আওতায় আইএফএম মাঠ স্কুলগুলোকে কৃষিকথার গ্রাহকভুক্ত করা হচ্ছে। গ্রাহকভুক্তকরণের জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সভায় সিনিয়র সহকারী পরিচালক বিএডিসি মো. শামীম আহমেদ, কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক ড. মো. সাইফুর রহমান, বিনা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আল আরাফাত তপু, বিএমডিএ'র নির্বাহী প্রকৌশলী আকবর আলী, ওএফআরডি রাজশাহীর এসএসও কৃষিবিদ সাখাওয়াৎ হোসেন, রাজশাহী ব্রি'র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোনতাসির হোসেন, তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা নাসরিন আকতার ও রাজশাহী কৃষি তথ্যের এআইসিও তুষার কুমার শাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০১৫ শনিবার শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে নালিতাবাড়ি উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অঙ্গ) কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বারটানের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বে) মো. মোশারফ হোসেন এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এক সময়ে খাদ্য ঘাটতির কারণে পরমুখাপেক্ষী দেশ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দেশ আজ অধিক জনসংখ্যার ভারেও খাদ্য ঘাটতির দেশ নয়, খাদ্য রফতানি-কারক দেশে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের পুষ্টি গ্রহণের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। দেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম, দুধ, মাছসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, এগুলোর সমন্বিত ও পরিমিত ব্যবহার আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা করবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মোশারফ হোসেন আশাবাদ ব্যক্ত করে আরও বলেন, আমাদের সমাজ গঠনে শিক্ষক ও ঈমামদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে, মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে, তাই পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিশেষ অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, শেরপুর জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মো. আবদুর রাজ্জাক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্পের ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিকপরিচালক ড. মোহাম্মদ আলী, নালিতাবাড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা, বারটানের প্রকল্প ব্যবস্থাপক, নালিতাবাড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– তপন কুমার পাল, আঞ্চলিক পরিচালক, আইআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

গত ২৭-২৮ মে দুই দিনব্যাপী 'পার্বত্যাঞ্চলে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক এক আঞ্চলিক কর্মশালা খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুরের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. জালাল উদ্দিন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক (গবেষণা) এবং এফএও'র ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ড. সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এ.কে.এম হারুন-অর-রশীদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী বলেন, কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশ কৃষিতে যে সফলতা অর্জন করেছে তা আমাদের সবাইকে ধরে রাখতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি ছিল। আর বর্তমানে আমাদের দেশ খাদ্যশস্য বিদেশে রফতানি করছে। তিনি কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি পার্বত্যাঞ্চলের চাহিদা ও উপযোগিতা বিবেচনা করে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও তার ফল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের অনুরোধ জানান।

বোরোতে ধান উৎপাদনে শুকনা বা অ্যারোবিক পদ্ধতি পানি সাশ্রয় করবে : কৃষি বিশেষজ্ঞ

– কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, রংপুর অঞ্চল রংপুর

আমাদের দেশে সাধারণত কাদাময় জমিতে চারা রোপণ করে ধান উৎপাদন করা হয়। সেচের জন্য বোরো মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে ফলে সেচের মাধ্যমে বোরো ধান উৎপাদন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে। এছাড়া বোরো মৌসুমে সেচের পানি উত্তোলনের জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়। আমন সরিষা করার পর বোরো মৌসুমে শুকনা পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হলে সেচের পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গত ৪ জুন রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাঠ ডাকঘর মাদরাসা মাঠে অনুষ্ঠিত 'Validation and upscaling of dry seeded boro rice system improving crop productivity in areas with limited water resource' শীর্ষক মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমান দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শুকনা পদ্ধতিতে ধান চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। শুকনা পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৫০-৬০% সেচের পানি কম লাগবে অথচ ধানের ফলন বেশি পাওয়া যাবে।

মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. জুলফিকার হায়দার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রংপুরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মো. মকবুল হোসেন, অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান, কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম,

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

পাবনার কৃষি বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ উপলক্ষে সচিব মহোদয় ১২ জুন রাজশাহীর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ পরিদর্শন শেষে করে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে পাবনা সার্কিট হাউস কনফারেন্স রুমে মন্ত্রণালয়াধীন পাবনা জেলার বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভায় প্রত্যেক বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি প্রত্যেক বিভাগের প্রধানদের কৃষি উন্নয়নে কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে আরও নিবিড়ভাবে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বিজ্ঞানীদের মূল খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে খাদ্য উদ্ভাবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং উপস্থিত সব কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের আরও একনিষ্ঠভাবে নিজেদের সেবা-শ্রম দিয়ে দেশের খাদ্য পুষ্টিতে অবদান রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঈশ্বরদীর বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মু. খলিলুর রহমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা-৩) মো. হেমায়েৎ হুসেন এবং পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

পর দিন ১৩ জুন সচিব বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ২ দিনব্যাপী গবেষণা সম্প্রসারণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের স্বল্পায়ু জাতের অধিক চিনি সমৃদ্ধ ইক্ষু উদ্ভাবন করে তা কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

পরিবেশবান্ধব খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অতন্দ্র জরিপ, পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির উদ্যোগে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৮ জুন ২০১৫ ফার্মগেটের আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়ামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের আওতাধীন পরিবেশবান্ধব খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অতন্দ্র জরিপ, পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির উদ্যোগে জাতীয় কর্মশালা ২০১৫ আয়োজন করা হয়। কৃষিবিদ আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামল কান্তি ঘোষ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণলয়।

প্রধান অতিথি বলেন, আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে কৃষির সাথে জড়িত। কৃষিকে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য আমাদের মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের ফসলের বালাই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। কৃষকদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ফসলের মাঠে বালাইয়ের রেকর্ড সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারলে শত্রু পোকার দমন ও বন্ধু পোকা রক্ষা করা সহজ হবে। তিনি আরও বলেন, জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন খরচ কম হবে এবং ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার কমে আসবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন মো. মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর।

কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত এলাকার অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি অফিসার এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কারিগরি পর্বে প্রকল্পভুক্ত জেলার কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ উপস্থাপন এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

খুলনা এস সি এর অধীনে বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, খুলনার ব্যবস্থাপনায় ১৮ জুন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, খুলনার কনফারেন্স রুমে বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও বাজারজাতকরণের ওপর দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বীজ মান মাঠ প্রত্যয়ন, আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচির অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মো. মোজাফফর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন খুলনা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ ঝন্টু কুমার সাহা। সাতক্ষীরা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ সত্যব্রত নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি বলেন, আবহাওয়াগত কারণে এ অঞ্চল বন্যা ও খরামুক্ত এবং অনুকূল কৃষি পরিবেশ, সব দিক বিবেচনা করে খুলনা বিভাগ বীজ উৎপাদনের জন্য উপযোগী ও নিরাপদ এলাকা। দেশের সবচেয়ে বৃহৎ বীজ উৎপাদন খামার দত্তনগর ফার্ম এ বিভাগেই অবস্থিত। তিনি ভালো বীজ উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ডিএই খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল লতিফ, সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ বুদ্ধদেব সেনসহ খুলনা, সাতক্ষীরার বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মকর্তারা। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলার ২৫ জন বীজ ডিলার অংশগ্রহণ করেন।

নালিতাবাড়ির কৃষকদের মাঝে পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মোশারফ হোসেন

সাশ্রয়ী মূল্যে নালিতাবাড়ির কৃষকদের মাঝে পাওয়ার ট্রিলার ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ

– স্বপন কুমার সাহা, এআইসিও, আইএআইএস প্রকল্প, ময়মনসিংহ

গত ১৩ জুন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে ৩০% সাশ্রয়ী মূল্যে নালিতাবাড়ির কৃষকদের মাঝে পাওয়ার ট্রিলার ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ করা হয়।

শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে নালিতাবাড়ি উপজেলা পরিষদ চত্বরে সাশ্রয়ী মূল্যে নালিতাবাড়ির কৃষকদের মাঝে পাওয়ার ট্রিলার ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মোশারফ হোসেন।

পাওয়ার ট্রিলার ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য জানিয়ে বলেন, কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার কৃষকের সুবিধার্থে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তিনি সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্ত পাওয়ার ট্রিলার ও পাওয়ার থ্রেসারের যথোপযুক্ত ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব মো. মোশারফ হোসেন বলেন, শুধু খোরপোষের জন্য নয়, কৃষিকে লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তারই অংশ হিসেবে ৩০% সাশ্রয়ী মূল্যে নালিতাবাড়ির কৃষকদের মাঝে পাওয়ার ট্রিলার ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ করা হচ্ছে। এতে চাষাবাদে কৃষকদের শারীরিক পরিশ্রম কমবে, সময় ও অর্থ উভয় দিকেই সাশ্রয় হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, শেরপুর জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মো. আবদুর রাজ্জাক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্পের ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. মোহাম্মদ আলী, নালিতাবাড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা, নালিতাবাড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে CSISA প্রকল্পের আয়োজনে ভুট্টার বাজার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

গত ১৫ জুন ময়মনসিংহে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট), ময়মনসিংহ হাবের আওতায় সিরিয়াল সিস্টেম ইনিসেয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া এক্সপানসন ইন বাংলাদেশ (CSISA-BD) প্রকল্প আয়োজিত ভুট্টার বাজার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহের আসপাড়া ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক (অ.দা) এবং উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, ময়মনসিংহ কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, ময়মনসিংহের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শহিদুজ্জামান এবং সিসা-বিডি প্রকল্পের ক্রপিং সিস্টেম এগ্রোনোমিস্ট ড. মো. আক্কাছ।

ভুট্টা উৎপাদন, ব্যবহার ও ব্যবসার সাথে জড়িত কৃষক, ব্যবসায়ী, বালাইনাশক কোম্পানির প্রতিনিধি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাসহ সরকারিবেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ভুট্টা উৎপাদন, সংরক্ষণ বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, ভুট্টার বাজারজাতকরণ বিষয়টি তেমন একটা বড় সমস্যা নয়। বিভিন্ন বাজারে খোঁজ নিয়ে এর চলতি বাজার মূল্য এবং চাহিদা অনুযায়ী ভুট্টা জোগান দিতে পারলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এ বিষয়ে তিনি ভুট্টা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

খাদ্য নিরাপত্তা ময়মনসিংহ শেরপুর প্রকল্পের বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহের সেমিনার কক্ষে ১৩ জুন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা ময়মনসিংহশেরপুর প্রকল্পের বার্ষিক রিভিউ ও ২০১৫-২০১৬ এর কর্মপরিকল্পনার ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত পরিচালক (অ.দা) ও উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, ময়মনসিংহ কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, খামারবাড়ি, ঢাকা কৃষিবিদ সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে মার্কেট লিংকেজ। যার কারণে কৃষকরা সঠিক মূল্য পায় না। এক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃক এগ্রিমল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, ছোট আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা করে উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চাহিদামতো সারা দেশে সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে কিছু লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি পণ্যের অপচয়রোধ, সঠিক ব্যবহার ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে বা কারিগরি সেশনে চেয়ারপারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল, সিনিয়র অ্যাডভাইজার, এফএও, ঢাকা। এ সেশনে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারীরা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আগামী বছরের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ময়মনসিংহশেরপুর প্রকল্পটি ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার দুটি করে ৪টি উপজেলায় ৪৮টি গ্রামভিত্তিক সংগঠন বা ভিলেজ বেজড অর্গানাইজেশন (ভিবিও) গঠন করে কৃষি উৎপাদন আয়ের বিভিন্নমুখী উৎস ও বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ ফল প্রাচুর্যে ভরা একটি দেশ। আমাদের সব জায়গা ফল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মেধার বিকাশ ও দারিদ্র্যবিমোচনে ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশীয় ফলের যে সমাহার রয়েছে সেগুলো বেশি পরিমাণে গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ফলকে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি শিশুদের টিফিনে ফাস্টফুডের পরিবর্তে ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন ।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, ফলের চাষ বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বিদেশি ফলের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বিশ্ববাজারে আমাদের সুস্বাদু বৈচিত্র্যময় ফল রফতানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাটো জাতের নারিকেল গাছ সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বাড়তি আয় করা সম্ভব। ভারত থেকে আমদানি করা ডোয়ার্ফ হাইব্রিড নারিকেলের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন দেশীয় ফলের জার্মপ্লাজমের উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক ফলনশীল এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

সেমিনারে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারিকেলসহ ফলদ বৃক্ষের অবদান' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. শাহাবুদ্দিন আহমদ, পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ জেড এম মমতাজুল করিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর। অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশের ফল' বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠান ১৭ জুন ২০১৫ গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সচিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল, শিশু চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে পোস্টার, লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ করা হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক মাসিক 'কৃষিকথা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিক ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে ফলের চারা-কলম বিতরণ, সেমিনার, কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বিজ্ঞপ্তি।

স্বাস্থ্যসম্মত আম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেক আমগাছ রয়েছে যেগুলো ফলন ধীরে ধীরে কমে আসছে। আম চাষিদের বাণিজ্যিকভাবে বেশি উৎপাদনশীল জাত ব্যবহারের জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন পাহাড়ি অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এখন সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফলসহ আম ব্যাপকহারে উৎপাদিত হচ্ছে। এসব সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সঠিক পদক্ষেপের জন্য। তিনি আরও বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করতে ট্রেনযোগে আম পরিবহনের জন্য সরকার উদ্যোগ নেবে। আমকে ভালোভাবে প্যাকিং, পরিবহন ও গুণগতমানসম্পন্ন আম ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগী হয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে হবে। আম সংগ্রহের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যবহারের পরিবর্তে পচনশীল বা বায়োডিগ্রেডিবল ব্যাগ ব্যবহার করার বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, আম গাছে পুষ্টি সরবরাহের জন্য বাগানে বড় লজ্জাবতী উদ্ভিদ লাগালে একদিকে যেমন গাছ জৈবসার পাবে অন্যদিকে বাগানে পোকামাকড় প্রতিরোধে সহায়তা করবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা আম রফতানির উদ্যোগ নিন, সরকার আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। ১৬ কোটি মানুষের সবাই যেন অন্তত একটি করে আম খেতে পারে সে কথা চিন্তা করে আমের অধিক উৎপাদনের প্রতি নজর দিতে বলেন।

আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এম এনামুল হক, সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. ফা হ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই লিমিটেড; কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর এবং ড. মো. শফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা, আম চাষি, আমি ব্যবসায়ী এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

রাজশাহীতে কৃষি সচিব মহোদয়ের মাঠ পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলীসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর তিনি নাটোর হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

খাগড়াছড়িতে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ অনুষ্ঠিত

– মাহমুদুল হাসান, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি

গত ২১ মে ২০১৫ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট চত্বর, খাগড়াছড়িতে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, খাগড়াছড়ির আয়োজনে তিন দিনব্যাপী জেলা কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওই মেলার উদ্বোধন করেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ও জেলা কৃষি কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আশুতোষ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এ.কে.এম. হারুন-অর-রশিদ, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক সারওয়ারী মেহেদী মোবারক, খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আবদুর রহমান এবং খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি উপকরণ যেমন- উন্নত মানের বীজ, সার, সেচ, জ্বালানি তেল, বালাইনাশক এবং কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে কৃষি মেলার গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের কৃষি প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শিত কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে মেলায় আগত কৃষক-কৃষাণী এবং দর্শনার্থী সহজেই জানতে পারেন এবং অর্জিত জ্ঞান তাদের ফসল উৎপাদনে কাজে লাগাতে পারেন। টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে কৃষকের দোরগোড়ায় সহজেই পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে কৃষিবিদ হামিদুর রহমানের যোগদান

কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে ৩০ জুন ২০১৫ যোগদান করেছেন।

তিনি ১৯৫৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলাধীন হৈবৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৮২ সালের ১০ মার্চ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরে থানা সম্প্রসারণ অফিসার হিসেবে সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলায় কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি চাকরি জীবনে ১৯৮৫ সন থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে ফিল্ড অফিসার হিসেবে এবং ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত লিয়েনযোগে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন অর্থপুষ্ট ইন্টারকোঅপারেশনের বিভিন্ন প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের আওতায় এডিবি অর্থায়নে পরিচালিত ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং মাদাগাস্কার, উগাণ্ডায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বোরোতে ধান উৎপাদনে শুকনা বা অ্যারোবিক পদ্ধতি পানি সাশ্রয় করবে : কৃষি বিশেষজ্ঞ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড. মো. সাইখুল আরিফিন, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আফজাল হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, এ পদ্ধতিতে চাষ করলে সেচের পানি সাশ্রয় হবে একই সাথে অল্প পরিমাণ ভূগর্ভস্থ সেচের পানি ব্যবহারের ফলে ভারী ধাতু যেমন- আয়রন, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তবে প্রযুক্তিটি কৃষকবান্ধব করার জন্য সরাসরি বীজ বপনের যন্ত্র তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত